৫।৪০।
৫।১০
৮

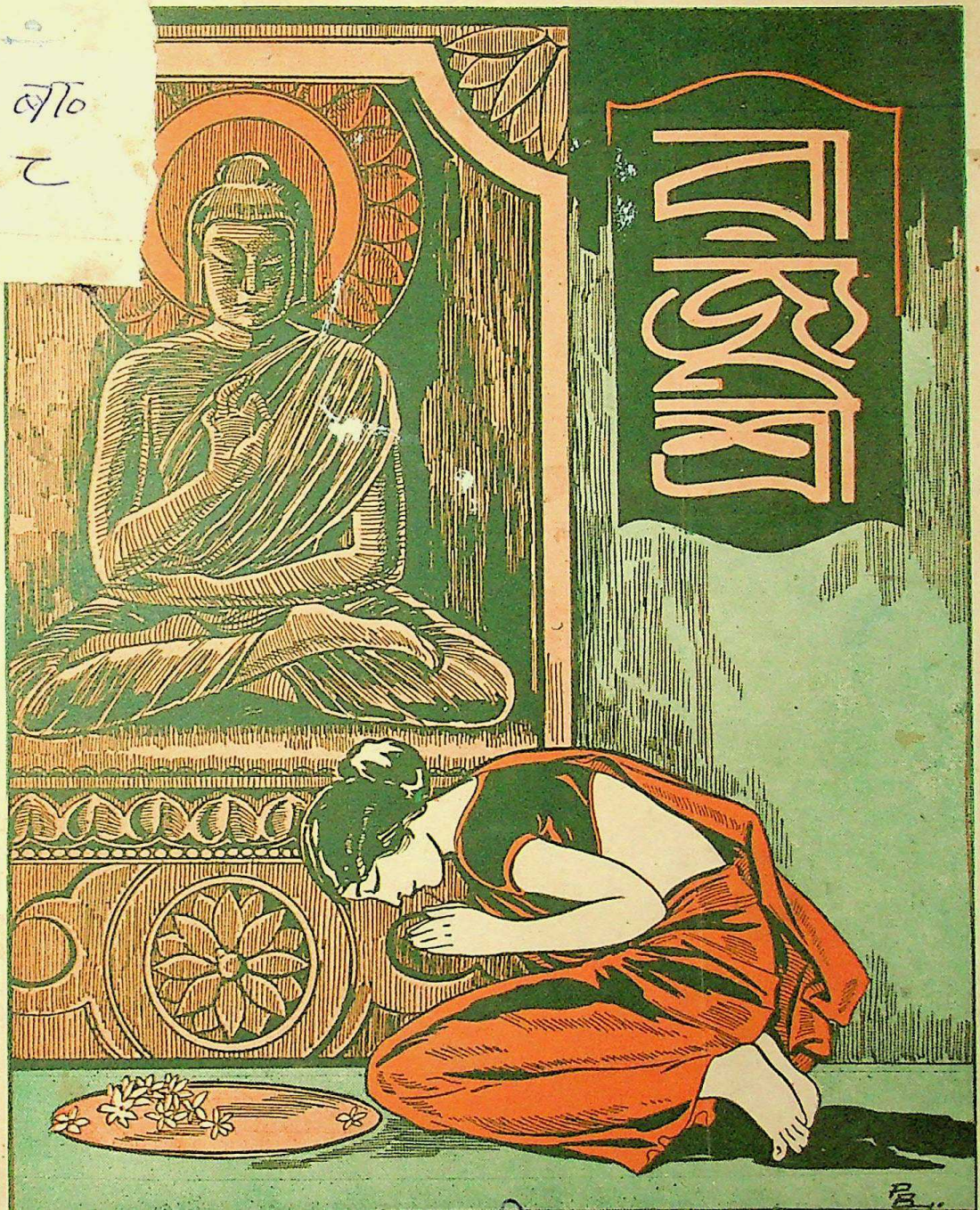

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্ত্তার নূতন শিক্ষাধারা অনুসারে বিদ্যালয়সমূহের
**তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর** উপপাঠ্যরূপে লিখিত

আর্য্য-লক্ষ্মী—৯নং

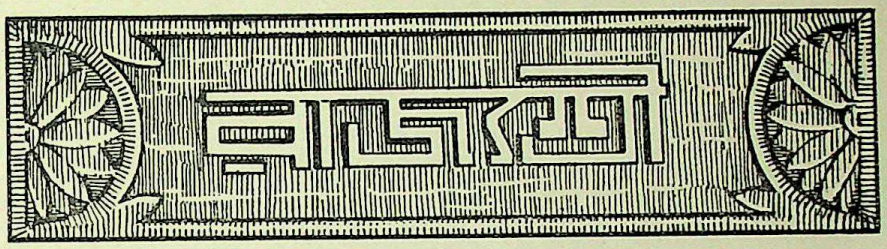


পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী, মীরাবাঈ, রাণী ভবানী, গার্গী প্রণেতা

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
শ্রাবণ,
১৩৬১

মুদ্রাকর—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
ছয় আনা

# উপহার

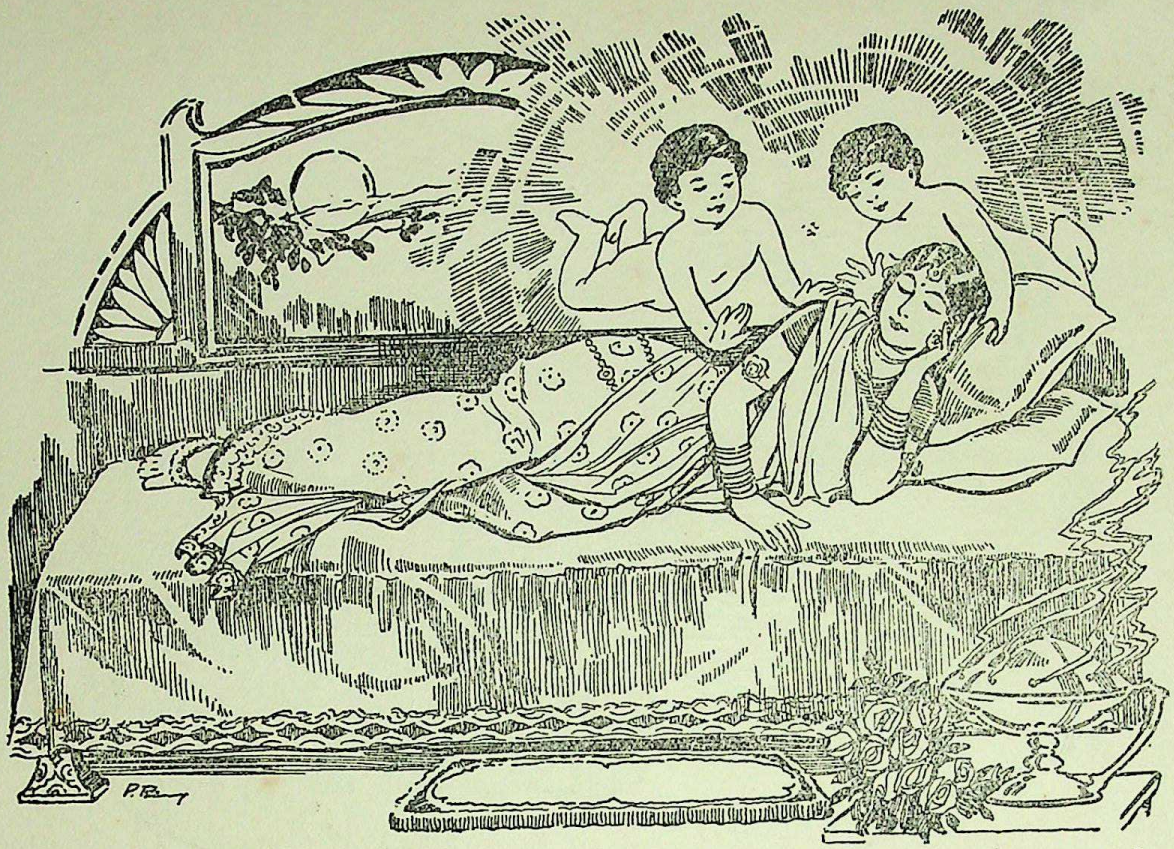

সূর্য্যের ভেতর থেকে দু'টী ছেলে, তাঁর কোলের ওপর 'মা, মা !' ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ..  —৭ পৃষ্ঠা

# রাজ্যশ্রী

## এক

থানেশ্বরের রাজা মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন।…দেশ জুড়ে তাঁর নাম।…যুদ্ধে নানা দেশ জয় ক'রে বিশাল রাজ্য গড়েছেন তিনি।…

রাজ্যে সুখ-শান্তির সীমা নেই।…প্রজারা মহাসুখে বাস করছে সে রাজ্যে।…চারদিকে তাঁর জয়গান, শত্রুর মুখেও তাঁর সুনাম।…বড় সুখের রাজ্য তাঁর।

মহারাণী যশোবতী যেমন রূপে, তেমন গুণে। প্রাণটি তাঁর দয়ায় ভরা। প্রজাদের দুঃখের কথা শুনলে চোখ তাঁর জলে ভ'রে ওঠে। রাজ্যের দীন-দুঃখীরা এসে রাজবাড়ীর দরজায় দু'বেলা পাতা পেতে পেট ভ'রে খায়।—যশোবতীই যেন সারা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রজার সবে মাত্র একজন স্নেহময়ী মা!

ব্রত-পার্ব্বণ, দান-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ মহারাণীর প্রায় প্রত্যহই আছে। রাজ্যের রাজলক্ষ্মী মহারাণী যশোবতী।

…কিন্তু মহারাণীর প্রাণে সুখ নেই। অত বড় রাজ্য, অত ঐশ্বর্য্য, অত যশ-মান,—তাতেও রাজারাণীর শান্তি নাই।—তাঁদের সমস্ত বুক জুড়ে একটা ব্যথা যেন দিন-রাত জমাট বেঁধে রয়েছে!

অতবড় রাজধানী, অমন রাজবাড়ী,—চারদিকে স্বর্গের শোভা যেন ঝলমল করছে! দাস-দাসী লোক-লস্করে রাজপুরী গম্‌গম্—কিন্তু একটা জিনিষ নাই ব'লে সব যেন রাজারাণীর চোখে অন্ধকার,—সব যেন আনন্দহীন,—সব যেন বিষাদমাখা!

একটী ছেলে বা একটী মেয়ে থাকলে তাঁদের সবই যেন সার্থক হ'তো!

একটী সন্তানের আশায় তাঁরা কত যাগ-যজ্ঞ করলেন! কিন্তু ভগবান্ যে তাঁদের মনের আশা পূর্ণ করবেন, এমন কোন আশাই দেখা গেল না। আশায় আশায় তাঁদের দিন কাট্‌তে লাগলো।

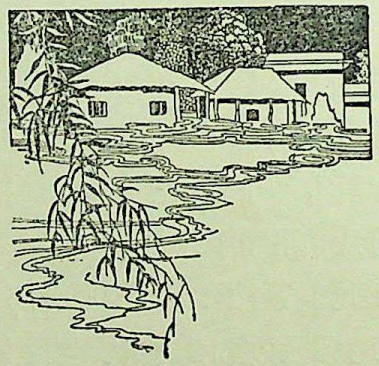

## দুই

একদিন রাত শেষ হয়-হয়,—পূব-আকাশের বুকে প্রভাতের তারা ফোটে-ফোটে,—এম্‌নি সময় নিদ্‌-মহলে সোণার খাটে শুয়ে মহারাণী যশোবতী স্বপ্ন দেখলেন—আকাশের একদিকে সূর্য্য উঠ্‌ছে—আর এক দিকে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে।

সূর্য্যের ভেতর থেকে দু'টী ছেলে, ভোরের সোণালী শিশিরে গড়া তাদের রূপ,—আর চাঁদের ভেতর থেকে যেন জ্যোৎস্না ছেনে গড়া একটী পরমা সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এসে তাঁর কোলের ওপর "মা, মা!" ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়লো!

মহারাণীর ঘুম ভেঙে গেল।

তিনি আনন্দে চোখ মেলে হাত বাড়ালেন, কিন্তু কই, কিছুই ত নেই! শুধু দেখলেন,—সোণার প্রদীপে সুগন্ধি তেলের আলোটা মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছে। চন্দ্র,—সূর্য্য,—খোকাখুকী—সব ফাঁকি! কোথায় সব মিলিয়ে গেছে!

বাকী রাতটুকু যশোবতীর আর ঘুম হ'লো না, কেবলই মনে হ'তে লাগলো হায়, হায়, এমন রত্ন আমি পেয়ে হারালুম!

ভোরে উঠেই মহারাণী মহারাজকে তাঁর সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বল্লেন।

অমনি জ্যোতিষীর ডাক পড়লো। রাজা তাঁর কাছে মহারাণীর স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইলেন।

জ্যোতিষীরা অনেক পুঁথি-পত্র ঘেঁটে অনেক রকম ভেবে-চিন্তে শেষে ঠিক করলেন,—মহারাণী শীঘ্রই তিনটী সন্তানের মা হবেন,—দু'টী ছেলে আর একটী মেয়ে। ছেলে দু'টী হবে সূর্য্যের মত তেজস্বী বীর, মেয়েটী হবে চাঁদের মত সুন্দরী।

স্বপ্ন যাতে সফল হয়, এজন্য রাজারাণী গরীব-দুঃখীদের বহু ধন-রত্ন দান করলেন।

এক বছর যেতে না যেতেই মহারাণী যশোবতীর একটী ছেলে হ'লো। মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষে রাজ্যময় মহোৎসব ঘোষণা করলেন, এক মাস ধ'রে সারা রাজ্যে দান-ধ্যান যাগ-যজ্ঞ নাচ-গান চল্লো। রাজারাণী আদর ক'রে এই রাজপুত্রের নাম রাখলেন রাজ্যবর্দ্ধন।

রাজ্যবর্দ্ধন তিন বছরে পা দিতেই মহারাণী যশোবতীর আর একটী ছেলে হ'লো। জ্যোতিষীরা রাজকুমারের গ্রহ-নক্ষত্র গুণে বল্লেন,—এ রাজকুমার অশেষ কীর্ত্তিশালী হবেন, তাঁর দ্বারা রাজ্যের নাম-যশ শতগুণে বেড়ে উঠবে।

বড় রাজকুমারের জন্মে যে ঘটা হ'য়েছিল এবারও তাই হ'লো,—হাজার হাজার গরীব-দুঃখীর মুখে "জয় মহারাজ-কুমারের জয়" রবে আকাশ ভ'রে উঠ্‌লো। রাজারাণী এ ছেলের নাম রাখলেন, হর্ষবর্দ্ধন!

হর্ষবর্দ্ধনের বয়স যখন দু'বছর তখন মহারাণী যশোবতীর একটী মেয়ে হ'লো। মেয়ে ত নয়—যেন কনক-চাঁপার কুঁড়িটী! মহারাণী স্বপ্নে যে মেয়েটী দেখেছিলেন, যেন ঠিক সেইটীই তাঁর বুকে এসেছে! মেয়ের রূপ দেখে রাজারাণীর আর আনন্দ ধরে না।·· দু'টী ছেলের পর এমন মেয়ে! মেয়েটী তাই তাঁদের বড় আদরের।

ছেলেদের জন্মের সময় যে রকম উৎসব হ'য়েছিল এবারও তার কোন রকম ত্রুটি হ'লো না···মেয়ের নাম রাখা হ'লো রাজ্যশ্রী।

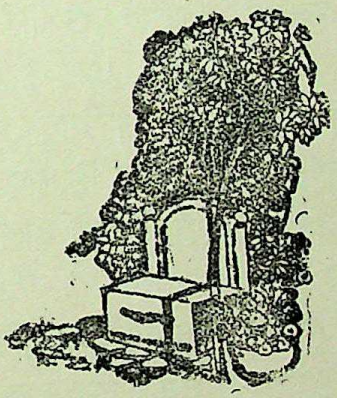

# তিন

রাজ্যশ্রী ক্রমে বড় হলেন।···তাঁর রাজপুরী-আলো-করা রূপ।—গুণেরও তাঁর সীমা নাই।

তাঁর চাঁপার মত আঙুলের পরশে বীণায় যে সুর বাজে তার বুঝি তুলনা মিলে না! তাঁর কণ্ঠের সঙ্গীতে কোকিল পাপিয়াও লজ্জায় ম'রে যায়! লেখাপড়ায়ও তাঁর মনোযোগের অন্ত নাই। ঐ বয়সেই তিনি অনেক শাস্ত্র প'ড়ে ফেল্লেন,—বড় বড় পণ্ডিতও তাঁর কাছে শাস্ত্রের তর্কে হার মেনে যায়!

ক্রমে রাজ্যশ্রীর বিয়ের বয়স হ'লো। কত বড়-বড় রাজা, কত বড়-বড় রাজপুত্র রাজ্যশ্রীর রূপ ও গুণের কথা শুনে তাঁকে পাবার আশায় মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের কাছে দূত পাঠাতে লাগলেন।

কিন্তু রাজ্যশ্রী যেমন রাজার মেয়ে, আর রূপে গুণে যেমন, তাতে উপযুক্ত বর না হ'লে আর কি ক'রে যার-তার হাতে তাঁকে সঁপে দেওয়া যায়? রাজারাণী অনেক ভেবে-চিন্তে বৃদ্ধ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শেষে কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্ম্মাকেই রাজ্যশ্রীর উপযুক্ত বর ঠিক করলেন।

বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়ে গেল। জ্যোতিষীরা বিয়ের দিন ঠিক ক'রে দিলেন। মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের একমাত্র কন্যা রাজ্যশ্রীর বিয়ে,—রাজ্যময় আনন্দ ও উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেল। রাজধানীর দরজায়

দরজায় মঙ্গল-ঘট, ফুলের মালা, প্রত্যেক বাড়ীর চূড়ায়-চূড়ায় নিশান, রাজপথে সুগন্ধি জল ঢালা, চারিদিকে নাচ-গান, দান-ভোজন ব্যাপার!

রাজবাড়ীর সাজসজ্জাই বা কত! সে শোভার কাছে ইন্দ্রের রাজপুরীর শোভাও বুঝি লজ্জায় মাথা হেঁট করে! বিবাহ-সভার জাঁকজমক দেখে দেবতাদেরও চমক লাগে।

গ্রহবর্ম্মা কয়েকদিন আগেই বন্ধু-বান্ধব, সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর নিয়ে এসে থানেশ্বরে রাজধানীর একটু দূরে তাঁবু ফেল্লেন।

বিয়ের দিন সন্ধ্যার সময় মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন বর আনবার জন্য লোক পাঠালেন। গ্রহবর্ম্মা হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর মশাল ও বাদ্য-বাজনায় এক প্রকাণ্ড মিছিল ক'রে রওনা হ'লেন।

শুভলগ্নে মঙ্গল-বাজনা বেজে উঠ্‌লো। প্রভাকরবর্দ্ধন অতি কষ্টে বুকের ব্যথা চেপে ছল-ছল চোখে তাঁর আদরের কন্যা রাজ্যশ্রীকে গ্রহবর্ম্মার হাতে সম্প্রদান করলেন।

বিয়ের দশ দিন পরে রাজ্যশ্রী চোখের জলে নিজের বুক এবং মা-বাপের চরণ ভিজিয়ে স্বামীর সঙ্গে কান্যকুব্জে চ'লে গেলেন।

মেয়েকে বিদায় দিতে মা-বাপের বুক যেন ভেঙে গেল! সব চাইতে বেশী ব্যথা লাগলো মহারাণী যশোবতীর বুকে। তাঁর কান্নার সুর উৎসবের বাঁশীর সুরকেও ছাপিয়ে আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো!

## চার

রাজকুমারী রাজ্যশ্রী এখন কান্যকুব্জের রাণী। প্রজাদের ওপর তাঁর মায়ের মত স্নেহ। কিসে রাজ্যের মঙ্গল হবে, কিসে প্রজারা সুখে থাকবে, দিন-রাত সেই তাঁর চিন্তা। তাঁর দয়ায় রাজ্যের গরীব-দুঃখীর দুঃখ ঘুচে গেল,—তাদের মুখে হাসি ফুট্‌লো! সকলের মুখেই নূতন রাণীর প্রশংসা।

রাজা গ্রহবর্ম্মা একদিন দুপুরে রাজসভায় পাত্রমিত্র নিয়ে ব'সে আছেন, এমনি সময় থানেশ্বর থেকে এক দূত মহা সর্ব্বনাশের এক খবর নিয়ে এলো।—মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের দারুণ অসুখ হয়। অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো, রাজবৈদ্যেরা মহারাজের জীবনের আশা ছেড়ে দিল। মহারাণী যশোবতী স্বামীর মরণ স্বচক্ষে না দেখতে হয় এই জন্যে আগেই চিতা সাজিয়ে তাতে প্রাণ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজেরও মৃত্যু হলো।...

এই নিদারুণ সংবাদ শুনে রাজসভা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। গ্রহবর্ম্মার মুখে বিষাদের কালোছায়া পড়লো। তিনি তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ ক'রে অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন।

রাণী রাজ্যশ্রী মণি-মুক্তা-হীরা-জহরতে ঝলমল খাটে, দুধের ফেনার মত ধব্‌ধবে বিছানায়, পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত কোমল মখ্‌মলের উপর আধ ব'সে আধ শুয়ে আছেন। একজন দাসী একপাশে দাঁড়িয়ে চামর দুলিয়ে হাওয়া করছে। সুমুখে আর একখানা আসনে সখী বকুলিকা ব'সে

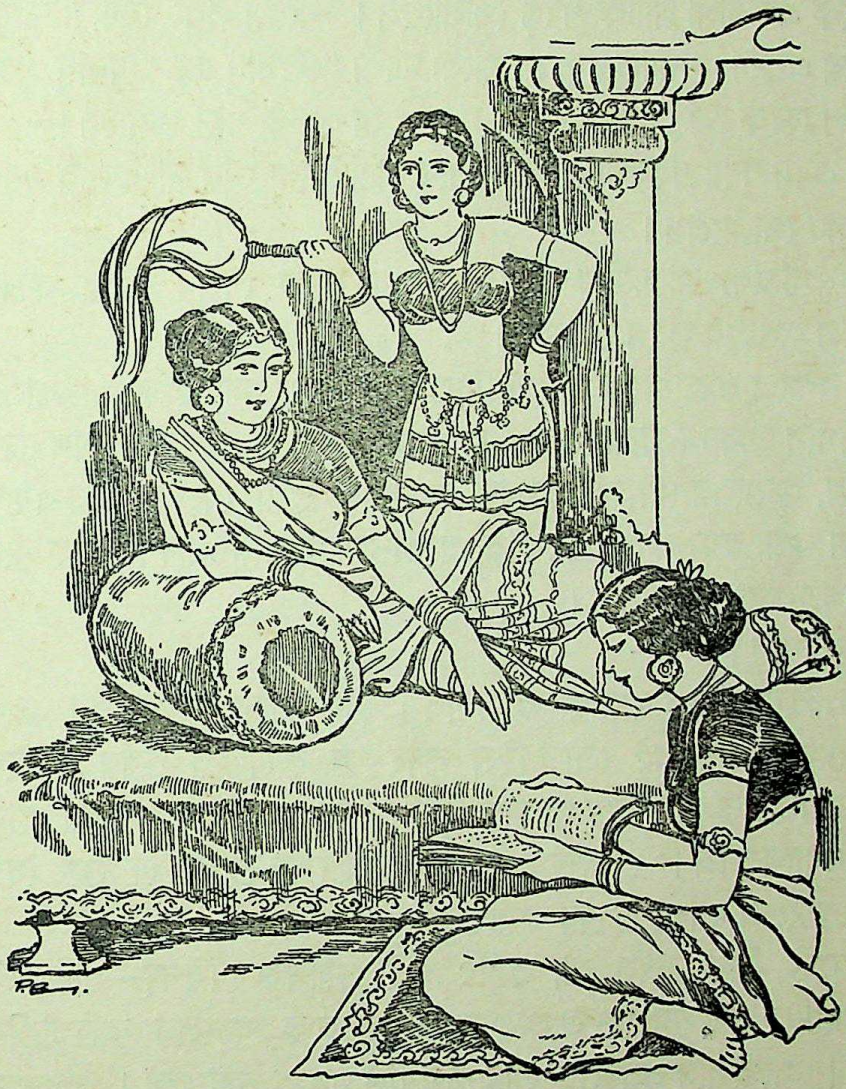

সখী সঙ্গে রাণী রাজ্যশ্রী

তাঁকে একখানা নাটক প'ড়ে শোনাচ্ছেন। ঘরের এক কোণে দাঁড়ের উপর একটা কাকাতুয়া ব'সে মাঝে মাঝে "ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ বুদ্ধ," ব'লে ডেকে উঠ্‌ছে। রাজ্যশ্রী তন্ময় হয়ে নাটক পড়া শুনছেন।···

এমন সময় গ্রহবর্ম্মা সেখানে গিয়ে রাজ্যশ্রীকে তার মা-বাপের মরণ-সংবাদ শোনালেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজ্যশ্রীর প্রাণের আনন্দ নিভে গেল। তাঁর কান্নার রোলে অন্তঃপুর ভ'রে উঠ্‌লো।

সকলে রাজ্যশ্রীকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ রাজধানীর রাজপথে ভীষণ কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল। ধূলায় আকাশ ঢেকে ফেল্লে, আগুনের ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার হ'য়ে গেল। চার দিকে "রক্ষা কর, রক্ষা কর" চীৎকার, হাতী-ঘোড়ার আর্ত্তনাদ!—এক মহা কুরুক্ষেত্রকাণ্ড বেঁধে গেল।

ব্যাপার কি?—

কান্যকুব্জ ছিল থানেশ্বরের অধীন একটা রাজ্য। মালবের রাজা দেবগুপ্তের বরাবরই লোভ ছিল কান্যকুব্জ রাজ্যটার উপর। কিন্তু সম্রাট্ প্রভাকরবর্দ্ধন বেঁচে থাকতে তিনি আর কান্যকুব্জের উপর হাত দিতে পারেন নি। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হ'য়েছে শুনেই দেবগুপ্ত সৈন্য নিয়ে ছুটলেন কান্যকুব্জ জয় করতে।

কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ এই ভয়ানক বিপদ্—রাজধানী আক্রমণ ক'রেই দেবগুপ্ত একেবারে সসৈন্যে ঢুকে পড়লেন রাজবাড়ীর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে নরমুণ্ড ধুলোয় গড়াগড়ি যেতে লাগলো। রক্তগঙ্গা

ব'য়ে চল্লো। মালবের সৈন্যেরা কান্যকুব্জের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দিয়ে যেখানে যা' কিছু পেলো, লুটে নিতে লাগলো।—

সকলেই প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত, কিন্তু পালাবে কোথায়?—যে দিকে ছুটে যায় সে দিকেই হয় আগুনের লক্‌লকে জিভ, না হয় দেবগুপ্তের সৈন্যদের হাতের খোলা ঝক্‌ঝকে তলোয়ার!

দেবগুপ্ত কতকগুলো সৈন্য নিয়ে কান্যকুব্জের রাজবাড়ীর মধ্যে ঢুকেই আগে গ্রহবর্ম্মাকে কেটে ফেল্লেন। যারা রাজাকে বাঁচাতে এলো, তারা প্রায় সকলেই শত্রুদের হাতে প্রাণ দিল। আর যারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাইলো, তারা বন্দী হ'লো।

আর রাজ্যশ্রী?—অভাগিনী রাজ্যশ্রীর দশা হ'লো সকলের চাইতে শোচনীয়। মা-বাপের শোকে চোখের জলে তখনো তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছিল। তা মিলিয়ে যেতে না-যেতেই, চোখের উপর তিনি দেখলেন তাঁর স্বামীর অমন শোচনীয় মরণ,—রাজ্যলুণ্ঠন!

শুধু কি তাই?…রাজ্যশ্রী আজ দেবগুপ্তের হাতে বন্দিনী!—তাঁর হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে, শত শত স্ত্রী-প্রহরিণী তাঁকে ঘিরে নিয়ে চললো মালবের কারাগারে।

মালবের পথে বন্দিনী রাজ্যশ্রী

## পাঁচ

এখন থানেশ্বরের রাজা হলেন রাজ্যবর্দ্ধন। এক দিন তিনি রাজসভায় ব'সে আছেন এমন সময় কান্যকুব্জ থেকে দূত সেখানকার সেই দুঃসংবাদ নিয়ে এলো।

রাজদূত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিবেদন করলো—গ্রহবর্ম্মা মালবরাজ দেবগুপ্তের হাতে নিহত,—আর রাণী রাজ্যশ্রী মালবের কারাগারে বন্দিনী।

রাজ্যবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ তাঁর কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধনের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে সৈন্য নিয়ে ছুটলেন মালবের দিকে, দেবগুপ্তকে তার অন্যায় অত্যাচারের শিক্ষা দিতে।

রাজ্যবর্দ্ধন আসছেন শুনে, দেবগুপ্ত পালিয়ে একেবারে বাংলার রাজা শশাঙ্কের কাছে এসে আশ্রয় নিলেন।

রাজ্যবর্দ্ধনের আর মালবে যাওয়া হ'লো না, তিনিও বাংলার দিকে ছুটলেন।

যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাস্ত ও নিহত হ'লেন। কিন্তু শশাঙ্ক তাঁর বন্ধু দেবগুপ্তের মৃত্যুতে মনে বড় ব্যথা পেয়ে রাজ্যবর্দ্ধনকে এর শাস্তি দেওয়ার মতলব আঁটতে লাগলেন।

তিনি একদিন রাজ্যবর্দ্ধনকে তাঁর শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে, খাবার জিনিষের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাঁকে মেরে ফেল্লেন।

———

## ছয়

রাজ্যশ্রী মালবের কারাগারে বন্দিনী। দাদারা এসে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করবেন এই আশায় তিনি কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু যখন দেখলেন, অনেক দিন চ'লে গেল তবুও দাদারা কেউ তাঁর উদ্ধারের জন্য এলেন না, তখন তিনি তাঁদের আশা ছেড়ে দিলেন। আবার যে কান্যকুব্জের সিংহাসন তিনি পাবেন, সে আশাও নেই। আর রাজ্য পেয়েই তাঁর কি সুখ ?—শান্তি কোথায় ?

সংসার আর রাজ্যশ্রীর ভাল লাগলো না,—একবার যদি তিনি এ কারাগার থেকে বেরুতে পারেন তবে কোনো একটা বৌদ্ধ মঠে গিয়ে ভিক্ষুণী হবেন, সংসারে আর ফিরবেন না—এই হ'লো তাঁর সঙ্কল্প।

ভিক্ষুণী হবার জন্য প্রাণ তাঁর এতই ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো যে, তিনি কারাগার ভেঙে বেরুতে চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে ভগবান্ বুদ্ধদেবই যেন তাঁর সহায় হ'য়ে তাঁকে সে শক্তি দিলেন।

গভীর নিশুতি রাত।···চারদিক্ নিঝুম নিথর,—প্রহরীরা সব ঘুমিয়ে,—রাজ্যশ্রী কৌশলে পায়ের বেড়ী খুলে, কারাগারের দরজা খুলে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

একটু দূরেই একটা কুটীরে তাঁর কয়েকজন পুরাণো দাসী বাস করতো। তিনি গিয়ে সেখানে উঠ্লেন। কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে থাকা ঠিক নয়, তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নগর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

———

# সাত

রাজ্যশ্রী কোথায় যাবেন কিছুই তার ঠিক নাই। যেদিকে দু' চোখ যায়, সেই দিকেই তিনি চলেছেন। কেউ তাঁদের দেখতে পেয়ে আবার ধ'রে ফেলে, এই ভয়ে তাঁরা দিনের বেলায় বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন, রাত্রিতে পথ চলেন, এম্‌নি ক'রে চলতে লাগলেন।

প্রায় মাসখানেক চ'লে চ'লে তাঁরা একদিন ভোরে গিয়ে এক মুনির আশ্রমে উঠ্‌লেন।

আশ্রমের যিনি মুনি, তিনি বড় দয়ালু লোক। রাজ্যশ্রীর মুখে সব কথা শুনে তিনি তাঁকে বল্লেন,—এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণে একটা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী-মঠ আছে; তুমি সেখানে যাও মা, তোমার আশা পূর্ণ হবে।

রাজ্যশ্রী আর তাঁর সঙ্গিনীরা সেই আশ্রমে স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে, একটু সুস্থ হ'য়ে, মুনির দেওয়া নূতন কাপড় প'রে আবার পথ চলতে লাগলেন—সেই ভিক্ষুণী-মঠের সন্ধানে।

কিছুদিন পরে বনের মধ্যে এক ব্যাধের সঙ্গে দেখা। ব্যাধের মুখে তিনি দাদা রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পেলেন।...তাঁর ব্যথার উপর আরো ব্যথা লাগলো। তিনি আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাঙ্গা বুকেই আবার পথ চলতে লাগলেন।

———

# আট

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার সংবাদ শুনে হর্ষবর্দ্ধন এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল নিয়ে ছুটলেন—বাংলার রাজা শশাঙ্ককে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর মাথাটা কেটে আনতে।

গঙ্গার তীরে এসে তিনি তাঁবু ফেলেছেন। সেখানে শুনলেন,—রাজ্যশ্রী—মালবের কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের দিকে চ'লে গেছেন।

তাঁদের বড় আদরের বোন রাজ্যশ্রী, আজ তাঁর অমন দুর্দ্দশার কথা শুনে হর্ষবর্দ্ধনের প্রাণে বড় লাগলো। তিনি প্রধান সেনাপতির উপর যুদ্ধের ভার দিয়ে, রাজ্যশ্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

আহার নাই, নিদ্রা নাই, হর্ষবর্দ্ধন পাগলের মত বোনের সন্ধানে দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বনের এক ধারে একটা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মঠ,—তার প্রধান ভিক্ষুর নাম দিবাকর মিত্র। বহু শিষ্য তাঁর।

একজন শিষ্যের কাছে তিনি শুনতে পেলেন,—এই মাত্র তিনি সেই বনের এক ধারে, এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোককে তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে পুড়ে মরবার জন্য চিতা সাজাতে দেখে এসেছেন।

হর্ষবর্দ্ধন আর সেখানে একটুও দেরী করলেন না—তিনি তখনই সেই সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন বনের দিকে।

———

## নয়

ধূ ধূ ক'রে চিতা জ্ব'লে উঠেছে। আগুনের শত-শত জিভ যেন মাথার ওপর গাছপালার কচি পাতার লোভে লক্ লক্ করছে। অশান্ত বাতাস এসে মাঝে মাঝে তাদের একেবারে দশগুণ বাড়িয়ে তুল্‌ছে। কাঠগুলো ফট্ ফট্ ক'রে চারদিকে ফিন্‌কি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হর্ষবর্দ্ধন গিয়ে দেখলেন, আগুনের সুমুখে রাজ্যশ্রী—তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে হাতযোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর সে সুন্দর রূপ আর নেই,—যেন একটা আধ-ফোটা চাঁপার কুঁড়ি শুকিয়ে গেছে! চুলে ধুলো মাটিতে জটা ধরেছে, পরণের কাপড় ময়লা, দু' চোখে জলের ধারা বইছে।

রাজ্যশ্রী আগুনে লাফিয়ে পড়বেন—ঠিক এম্‌নি সময় হর্ষ গিয়ে তাঁকে ধ'রে ফেল্লেন।

রাজ্যশ্রী ভয়ে শিউরে উঠে চেয়ে দেখেন,—আর কেউ নয়,—দাদা হর্ষ!

* * * * *

* * * *

বহুদিন পরে দাদাকে দেখে রাজ্যশ্রীর বুকের নীচে আনন্দ ও শোক এক সঙ্গে যেন উথলে উঠলো, তিনি আর কথা কইতে পারলেন না। দাদার কোলের ওপর তিনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান হ'লো। হর্ষবর্দ্ধনের ইচ্ছা ছিল, তক্ষুণি রাজ্যশ্রীকে নিয়ে থানেশ্বরে রওনা হন। কিন্তু রাজ্যশ্রী তখনও বড় ক্লান্ত, দু'একদিন বিশ্রাম না ক'রে অত দূরে যাওয়া উচিত নয়। তাই তিনি বোন্‌কে নিয়ে ভিক্ষু দিবাকরের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তারপর দু'এক দিন সেখানে বিশ্রাম ক'রে তিনি থানেশ্বরে রওনা হলেন।

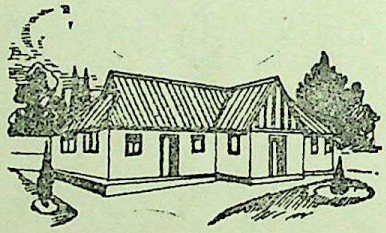

হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যশ্রী

## দশ

হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। চারদিকে প্রজারা আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো।

হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীর পরামর্শ নিয়ে রাজত্ব করেন। এইভাবে কিছুদিন গেল। কিন্তু রাজ্যশ্রীর প্রাণে শান্তি নেই। এ রাজভোগ তাঁর আর ভাল লাগছে না, তাঁর প্রাণ তখন শান্তি চায়! তিনি তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হ'য়ে ভগবান বুদ্ধের সেবা করতে চান!

অবশেষে একদিন সত্য সত্যই তিনি সমস্ত ধনরত্ন গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিলেন; তারপর গেরুয়া প'রে ভিক্ষুণী সাজলেন। কিন্তু আর সব ভিক্ষুণীদের মত তিনি বৌদ্ধ মঠে গিয়ে বাস করলেন না, হর্ষবর্দ্ধনের অনুরোধে রাজধানীতেই রয়ে গেলেন।

হর্ষবর্দ্ধন তখনও প্রত্যেক কাজে বোনের পরামর্শ নিয়ে চলতে লাগলেন। এমন কি, রাজ্যজয় এবং যুদ্ধের ব্যাপারে পর্য্যন্ত রাজ্যশ্রী হর্ষকে পরামর্শ দিতেন। রাজ্যশ্রীর উপদেশে হর্ষবর্দ্ধন বহু রাজ্য জয় করেছিলেন।

শেষ বয়সে হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীর পরামর্শে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। তারপর তিনিও বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ন্যাসীর মত দিন কাটিয়ে গেছেন।

রাজ্যশ্রীর নাম আজও ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

—শেষ—

শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত

## ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার মত কতকগুলি বই

**জীবনীকথা**

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' ১৲
বিপ্লবী ষ্টালিন ১৲
সত্যাগ্রহী বাপুজী ২৲
রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল ১৲

**নাটক**

সিপাহী বিদ্রোহ (ছেলেদের জন্য) ১৲
বুড়িবালামের তীরে „ ১৲
কেদার রায় „ ॥৵০
শিবাজী „ ॥৵

**পূজাবার্ষিকী**

বসুধারা ৪৲
পরশমণি ৪৲

**জ্ঞানের বই**

অতীতের পৃথিবী ১॥০
বিজ্ঞানের যুগান্তর ৸০
বিজ্ঞান-জগৎ ৸০
বিজ্ঞানের মায়াজাল ১৲

**ব্যায়াম বিষয়**

ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম ॥৵০
বলীদের গল্প ১॥০

**ভ্রমণ কথা**

দুর্গমের বিভীষিকা ১৲
কম্যাণ্ডার কবুতর ১॥০
আকাশ গঙ্গা ১॥০

**জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধীয়**

পাতালপুরের দিগ্বিজয়ী ১৲
জীবজগতের আজব কথা ১॥০

**অনুবাদ সিরিজ**

ক্ল্যুয়োভাদিস্ ১॥০
আঙ্কল টমস্ কেবিন ১॥০
কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রিষ্টো ১॥০
ছায়া ও কায়া ১৲
বাসুকীর অভিশাপ ১৲
কৃষ্ণার অভিযান ১॥০
অভিশপ্ত ম্যমী ১৲
নিঝুম রাতের কান্না ১৲
বোম্বেটে দ্বীপ ১৲
ঘোরপ্যাঁচ ১৲
সুন্দরবনের গুপ্তধন ১॥০
বাঘরাজ্যের অভিযান ২৲
আলেয়ার আলো ১৲
অন্ধকূপের বন্দী ১৲
কৃষ্ণার পরিচয় ১॥০
পেশোয়ারের বিভীষিকা ১৲

**ছোটদের রমেশ দত্ত সিরিজ**

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ১৲
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ১৲

**ছোটদের বঙ্কিম ও দামোদর গ্রন্থাবলী**

যুগলাঙ্গুরীয় ১৲
নবাবনন্দিনী ১৲
তিলোত্তমা ১৲
বিষবৃক্ষ ১৲
মৃন্ময়ী ১৲

**পাঁচমিশালী**

আলো দিয়ে গেল যারা ২৲
ছোটদের পদ্মাপুরাণ ২৲
রঙীন আকাশ ২৲
জন্মদিনের উপহার ২৲

**ভুতুড়ে কাণ্ড**

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৲
ঠাকুরমার ঝুলি ৸৲
ভূত প্রেত দত্যি দানা ১॥০

দেব-সাহিত্য কুটীর ঃঃ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা